ঝিনাইদহের ৪টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ২৭ জন প্রার্থী

ঝিনাইদহ জেলার ৪টি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। গ্তকাল সোমবার মনোনয়ন পত্র জমাদানের শেষদিনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ২৭ জন প্রার্থী। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় গুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশে এই মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়া মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন সোমবারে এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এএসএম মতিউর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র প্রার্থী মো. আলম বিশ্বাস, জাতীয় পাটির মনিকা আলম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, মার্কসবাদী দলের মো. সহিদুল এনাম পল্লব মিয়া, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. আসাদুজ্জামান ও এবি পাটির মো. মতিয়ার রহমান।

ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত মো. আব্দুল মজিদ, জামায়াতে ইসলামীর আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদশের এইচএম মোমতাজুল ইসলাম, জাতীয় পাটির সাওগাতুল ইসলাম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটির মো. আবু তোয়াব, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদের আসাদুল ইসলাম আসাদ।

ঝিনাইদহ-৩ (মহেশপুর-কোটচাঁদপুর) আসন দুটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মোহাম্মদ মেহেদী হাসান রনি, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাও. সারোয়ার হোসেন, গণঅধিকার পরিষদ, জিওপির মো. সুমন কবির ও আমার বাংলাদেশ পার্টির মুজাহিদুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) এই আসনে মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনিত রাশেদ খাঁন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আহমদ আব্দুল জলিল, জামায়াতে ইসলামীর মো. আবু তালিব, জাতীয় পাটির এমদাদুল ইসলাম বাচ্চু ও গণফোরামের খনিয়া খানম। এছাড়া এই আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন ওবায়দুল হক রাসেল, মীর আমিনুল ইসলাম ও বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ও বিএনপির সাবেক সাংসদ শহিদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা খাতুন।

সোমবার দিনের বিকাল ৫টার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রার্থীরা তাদের নিজ নিজ মনোনয়নপত্র জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলাস্থ সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দিয়েছেন। জেলা নির্বাচন কর্মকর্ত মো. আবুল হোসেন বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ জেলার সংসদীয় চারটি আসনে মোট ৩২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন এর মধ্যে ২৭ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করবেন।

মেহেরপুরে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ ১২ জনের মনোনয়ন জমা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ১২ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের কাছে প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদের মধ্যে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ মোট ৫ জন, জাতীয় পার্টির ২ জন, জামায়াতের ২ জন, এনসিপির ১ জন, সিপিবির ১ জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ, বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জামায়াত মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. আব্দুল হামিদ, এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্রোহী প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, আমরা এখনো আশা করছি মনোনয়ন পরিবর্তনের সুযোগ আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে। সে হিসেবে আমরা আশাবাদী। তবে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই চূড়ান্ত।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর-১ আসনে ১৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

দামুড়হুদায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

জমা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা–২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার দুপুর ১ টাই দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবাইদুর রহমান সাহেল-এর নিকট তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এসময় বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত থেকে প্রার্থীকে শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানান। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কার্যালয় এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।মনোনয়নপত্র জমা শেষে বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু সাংবাদিকদের বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এবং ভোটারদের ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।
উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা–২ আসনকে ঘিরে এবারের নির্বাচনে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আগ্রহ ও আলোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গাংনীর ভাটপাড়ায় বিএনপি ও জামায়াত কর্মিদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৬

মেহেরপুরে গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় বিএনপি সমর্থক জিয়ারুল চৌধুরী ও জামায়াতের ৪ কর্মি আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আহত জামায়াত কর্মীরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৯ টার দিকে ভাটপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াত। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা জামায়াতের আমীর মো: রবিউল ইসলাম।

এসময় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান, গাংনী উপজেলা জামায়াতের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সচিব শফিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুববিভাগের সভাপতি আবু সায়েম ও পৌর জামায়াতের আইন সম্পাদক আলমগীর হোসেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, রবিবার সকালে বিএনপি কর্মী জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে হামলা চালায়। এতে জামায়াতের চার স্থানীয় কর্মী আহত হন। আহতরা হলেন, সোহরাব হোসেন, তার ছেলে শিশির, রবিউল ইসলাম রুবেল, আলাউদ্দিন বাবলু। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের বিচারের দাবী জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার সকাল ৯ টার দিকে জামায়াতের ইউনিট বায়তুল মাল বিষয়ক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের মুদি দোকানে কয়েকজন মহিলা জামায়াত কর্মী ইয়ানতের টাকা দেয়ার জন্য যায়। এসময় জান্নাত কেনা বেচা নিয়ে কথা হয়। পরে স্থানীয় বিএনপি কর্মি জামাল হোসেনের সাথে সোহরাব হোসেন ও শিশিরের কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কি হলে স্থানীয়রা বিষয়টি মিমাংসা করে।

পরে বিষয়টি নিয়ে আবার ভাটপাড়া বাজারে রবিউল ইসলামের ওষুধের দোকানে বাকবিতণ্ডা শুরু হলে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপি ও জামায়াতের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

হাদী হত্যার বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ

হাদী হত্যার দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে সচেতন ছাত্রসমাজের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আজ রবিবার বিকেল ৩টায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা হাদী হত্যার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও শোক প্রকাশ করে অবিলম্বে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। তারা বলেন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা আরও বাড়বে। এ ধরনের নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা কামনা করেন বক্তারা।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জুলাই যোদ্ধা খন্দকার মুইজ উদ্দিন, ইব্রাহিম হোসেন, শেখ শাপলা খাতুন, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান ও আসিক রাব্বি, সদস্য (লিয়াজু/সংগঠন) মো. হাসনাত জামান সৈকত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মো. মুজাহিদুল ইসলাম, মারুফ হাসানসহ ছাত্রজনতার প্রতিনিধিরা।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে হাদী হত্যার বিচার এবং নিরাপদ সমাজ গঠনের দাবি জানান। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচি শেষে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

দামুড়হুদা বাজারে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ

আসন্ন ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার দামুড়হুদা বাজার এলাকায় উপজেলা বিএনপির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুর নেতৃত্বে এ প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাজারের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পথচারীদের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে বিজয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রচারণাকালে উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাশেম, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আশরাফ আলী, বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, বিএনপি নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল ইসলাম, আব্দুস সালামসহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ এ সময় বলেন, জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধানের শীষের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। প্রচারণাকালে সকল স্তরের দলীয় নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মেহেরপুরে এনসিপি প্রার্থী সোহেল রানার পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

মেহেরপুর-১ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানার পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কার্যালয় থেকে সোহেল রানার পক্ষে মনোনয়ন ফরম

উত্তোলন করেন জেলা এনসিপির সদস্য (লিয়াজু) মো. মাহাবুব ই তৌহিদ রবিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান ও আসিক রাব্বি, সদস্য (লিয়াজু/সংগঠন) মো. হাসনাত জামান সৈকত, সদস্য (অর্থ) মো. তামিম ইসলামসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এনসিপি নেতৃবৃন্দ জানান, মেহেরপুর-১ আসনে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানাকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে দলীয় কর্মসূচি ও জনসংযোগ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে বলেও তারা জানান।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে রাশেদকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে, কাফনের কাপড় পরে বিএনপির বিক্ষোভ

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে উপজেলা বিএনপি।

আজ শুক্রবার বিকালে বিএনপি’র হাজার হাজার নেতাকর্মীরা কাফনের কাপড় পরে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন। এসময় তারা রাশেদের চামড়া তুলে নেব আমরা, ঝিনাইদহে-২ ছিলি ২এ যা, নইলে চামড়া থাকবে না ও বহিরাগতদের আস্থানা এই আসনে হবে না বলে শ্লোগান দিতে থাকেন।

এতে নেতৃত্ব দেন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ও প্রয়াত সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান বেল্টুর সহধর্মীনি জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা জামান বেল্টু। তারা দুইজনই এ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। তাদের বঞ্চিত করে এ আসনে বিএনপি শরীক দল গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে

মনোনয়ন দেন বিএনপি। গত বুধবার দুপুরে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেন। এরপর থেকে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা।

তাদের দাবি এ আসন থেকে রাশেদ খানকে প্রত্যাহার করতে হবে। এখানে সাইফুল ইসলাম ফিরোজ অথবা মুর্শিদা জামানের মধ্যে একজনকে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে। যারা এ আসনে ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দলের সাংগঠনিক কাজ করেছেন তাদের মূল্যয়ন করতে হবে। তা না হলে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদকে এখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে হুশিয়ারি দেন। এসময় অনেক বিএনপি কর্মীকে কাফনের কাপড় পরে অংশ নিতে দেখা যায়।

জেলা বিএনপি’র উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা জামান বেল্টু বলেন, আমরা কোন বহিরাগতকে এখানে চাই না। আমরা দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের দু:শাসন উপেক্ষা করে দল করেছি, রাজপথে লড়াই সংগ্রাম করেছি। এখন অন্য কাউকে এখানে মনোনয়ন দিলে আমরা মানতে পারি না। আমরা চাই এখানে দলীয় নেতার হাতে ধানের শীষ তুলে দেওয়া হোক।

স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, গণ অধিকারের ও রাশেদ খান ঝিনাইদহ-২ আসনে নির্বাচন করবেন বলে দল থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমাদের নেতা, বাংলাদেশের নেতা দেশ নায়ক তারেক রহমান দেশে এসে ঝিনাইদহ-৪ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করবেন কিন্তু সেই সময়ে এই বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ষড়যন্ত্র করে অর্থের বিনিময়ে একজন বহিরাগতকে মনোনয়ন দিয়েছেন। প্রিয় কালীগঞ্জবাসি আপনারা ভোটের মালিক। আপনারা যদি বলেন আমি রাজনীতি করবো না। আপনারা যদি বলেন আমি নির্বাচন করবো। এসময় উপস্থিত জনতা সাইফুল ইসলাম ফিরোজকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনের জন্য আহবান জানান।

রাশেদকে মনোনয়ন দেওয়ার সংবাদে কানে ধরে বিএনপি’র রাজনীতি করবেন না বলে ঘোষণা দেন ফরহাদ হোসেন ও শাকিল আহম্মেদ নামের দুই যুবক। যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তারা দুইজনই উপজেলা যুবদলের কর্মী বলে জানা গেছে।
এ আসন থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, উপজেলা

বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ ও জেলা বিএনপি’র উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান বেল্টুর সহধর্মীনি মুর্শিদা জামান দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। তারা সবাই স্থানীয় রাজনীতিতে আলাদা আলাদা গ্রুপ নিয়ে কর্মসূচী পালন করতেন।

তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানের পাইলট ইন কমান্ডার ছিলেন মেহেরপুরের ইমন

দীর্ঘ ১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সফরসঙ্গী হিসেবে তার সাথে আছেন সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান, কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান এবং তাদের আদরের পোষা বিড়াল ‘জেবু’।

গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাত সোয়া ১২টার দিকে (স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সোয়া ৬টায়) লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনের ফ্লাইটটি ঢাকার পথে রওনা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে লন্ডন থেকে ঢাকায় বহনকারী বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন তিনজন জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ পাইলট। ফ্লাইটের পাইলট-ইন-কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান ক্যাপ্টেন ইমামুল ইসলাম ইমন, যিনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পেশাগত দক্ষতার জন্য পরিচিত।

ডেকে তার সঙ্গে সহকারী পাইলট হিসেবে আছেন দুই অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন—রাশেদিন ও আসিফ ইকবাল।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একাধিক সূত্র গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে

বিবেচনা করে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র পাইলটদের সমন্বয়ে এই ফ্লাইট ক্রু গঠন করা হয়েছে।

মাতৃভূমিতে তারেক রহমান

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশের মাটিতে পা রাখলেন তারেক রহমান। আজ সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি ২০২ ফ্লাইটটি অবতরণ করে।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিমানবন্দরের রেড জোনে তাকে শুভেচ্ছা জানাবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।

সেখান থেকে বের হয়ে ঢাকার ৩০০ ফিট সড়কে দলের আয়োজিত গণসংবর্ধনা সমাবেশে যাবেন তারেক রহমান। সেখানে তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

এরপর তারেক রহমান মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন। এরপর তাঁর গুলশানের বাসভবনে ফেরার কথা রয়েছে।

এর আগে সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে গ্রাউন্ড টার্নঅ্যারাউন্ডের পর সকাল ১১টা ১২ মিনিটের দিকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

তারও আগে বুধবার লন্ডনের (২৪ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ১৫ মিনিট) তারেক রহমানকে বহনকারী ফ্লাইটটি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

এদিকে ঐতিহাসিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয় নেতাকে বরণ করে নিতে রাজধানীর জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে এসেছে লাখ লাখ মানুষ।

তীব্র শীত উপেক্ষা করে রাত থেকে সমাবেশস্থলে অবস্থান নেন দেশের

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ। এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিড় বাড়তে শুরু করে। ভোর থেকে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত পুরো এলাকা।

সরেজমিন দেখা গেছে, রাজধানীর প্রায় সব এলাকা থেকে দল বেঁধে হেঁটে কিংবা বাস-ট্রাক-মোটরসাইকেলে করে স্লোগান দিতে দিতে ৩০০ ফিট ও বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।